গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।

স্মারক নং- পাম/শা-৮/বিজেসিবিক-৫৪/৯৭/১০১ তারিখঃ ২০-৫-১৯৯৯ খ্রিঃ ।

বাংলাদেশ পাট করপোরেশন (বিলুপ্ত) এর যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রয়ের সংশোধিত নীতিমালা

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ঃ

বিলুপ্ত পাট কর্পোরেশনের প্রেস হাউজ, গুদাম, প্রাঙ্গণ, জমি জমা, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক দরপত্র আহ্বান করা হইবে । পাট মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের (উপ-সচিব পর্যায়ের) এবং বিলুপ্ত পাট কর্পোরেশনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত বিক্রয় কমিটি প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক পাট মন্ত্রণালয়ের নিকট সুপারিশ পেশ করিবে । পাট মন্ত্রণালয় উক্ত কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনার পর গ্রহণযোগ্য মনে করিলে বিক্রয় আদেশ দিতে পারিবে ।

২। **সম্পত্তি বিক্রয় পদ্ধতি ঃ**

(১) ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তির সকল টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত একাধিক জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে ।

(২) দরপত্র দাতাগণ দরপত্র দাখিলের পূর্বে সম্পত্তি দেখিতে পারিবেন ।

(৩) দরপত্রের তফসীলে বর্ণিত কোন সম্পত্তির সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিকে একটি প্যাকেজ হিসাবে ধরিয়া অথবা স্থাবর সম্পত্তি (ভূমি, ইমারত ইত্যাদি) বা অস্থাবর সম্পদ (পুরাতন খুচরা যন্ত্রাংশ, লোহা-লক্কড়, মেশিনারীজ বা আসবাবপত্র, গাছপালা ইত্যাদি) পৃথক পৃথকভাবে বিক্রয় করা যাইবে ।

(৪) দরপত্রের তফসিলে সম্পত্তির সংরক্ষিত দর উল্লেখিত থাকিবে ।

(৫) যে সকল নুতন মেশিনারী বাক্সবন্দী অবস্থায় আছে অথবা অব্যবহৃত অবস্থায় আছে সে সব নুতন মেশিনারীর জন্য আলাদা টেন্ডার করিতে হইবে ।

৩। **টেন্ডারের শর্তসমূহ ঃ**

(১) চাহিদাকৃত সকল তথ্যাদি টেন্ডারের সহিত দাখিল করা না হইলে টেন্ডার গ্রহণযোগ্য হইবে না ।

(২) টেন্ডার ও তৎসাথে সংযুক্ত দলিলপত্রাদিতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি পেশ করিতে হইবে ঃ-

(ক) টেন্ডারদাতা যে প্রতিষ্ঠানের নামে দরপত্র পেশ করিবেন সেই প্রতিষ্ঠানের মালিক কি না;

(খ) টেন্ডারদাতা ঐ প্রতিষ্ঠানের রেজিষ্টিকৃত অংশীদার কি না;

(গ) কোম্পানী আইনে রেজিষ্ট্রিকৃত কোম্পানী এবং পার্টনারশীপ আইনে রেজিষ্ট্রিকৃত ফার্মের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, পার্টনার, সেক্রেটারী, ম্যানেজার কিংবা তাহাদের এটর্নীর ক্ষেত্রে টেন্ডারে দস্তখতের ক্ষমতার স্বপক্ষে দলিল পেশ করিতে হইবে।

৪। টেন্ডার দাখিল পদ্ধতি ঃ

(১) সীল কাভারে টেন্ডার দাখিল করিতে হইবে। কভারের বাহিরে টেন্ডার নম্বর ও দরপত্র আহবানকারীর পদবী ও অফিসের ঠিকানা লিখিতে হইবে। কভারের উপরে বামদিকে দরদাতার নাম ও ঠিকানা এবং ডানদিকে টেন্ডারকৃত সম্পত্তির নাম ও ঠিকানা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(২) টেন্ডারতফসীলে বর্ণিত সম্পত্তির গ্রুপওয়ারী দরপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(৩) টেন্ডারের নির্দিষ্ট কলামে অংক ও কথায় মূল্য উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪) মূল্য পরিস্কারভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। সম্ভব হইলে টাইপ করিয়া দিতে হইবে। ঘসামাসি বা দৈত লেখার জন্য টেন্ডার বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) টেন্ডার নিম্নবর্ণিত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে ঃ-

সদস্য-সচিব, বিলুপ্ত বিজেসি'র সম্পত্তি বিক্রয় কমিটি,
পাট মন্ত্রণালয়
কক্ষ নং ৭১০, ভবন নং-৬
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা-১০০০।

৫। আর্নেষ্টমানি ঃ

টেন্ডারদাতাকে দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্যের ২.৫০% বাংলাদেশের যে কোন তফসীল ব্যাংক হইতে পাট মন্ত্রণালয়ের সচিবের নামে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে আর্নেষ্টমানি হিসাবে দাখিল করিতে হইবে। আর্নেষ্টমানি অন্য কোনভাবে জমা দেওয়া যাইবে না। আর্নেষ্ট মানি ছাড়া টেন্ডার গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৬। টেন্ডারসমূহ বাছাই ও গ্রহণ পদ্ধতি ঃ

(১) প্রথম টেন্ডারে তিনটি বৈধ দরপত্র পাওয়া গেলে এবং সর্বোচ্চ দরদাতার প্রদত্ত দর সংরক্ষিত দরের অধিক, সমান বা কাছাকাছি হইলে উহার গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করা যাইবে অন্যথায় ২য় বার দরপত্র আহবান করিতে হইবে।

(২) দ্বিতীয় টেন্ডারে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর সংরক্ষিত দরের সমান বা কাছাকাছি হইলে তিনটি বৈধ দরপত্রের নিয়ম শিথিল করা যাইতে পারে। সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বৈধ দরদাতার দর বিবেচনায় নেওয়া যাইতে পারে। অন্যথায় তৃতীয় বার দরপত্র আহবান করিতে হইবে।

(৩) তৃতীয় বার প্রাপ্ত দরপত্র বিবেচনা কালে তিনটি বৈধ দরপত্রের নিয়ম শিথিল করা যাইতে পারে। অর্থাৎ তিনটির কম বৈধ দরপত্র পাওয়া গেলেও তাহা বিবেচনা করা যাইতে পারে। অধিকন্তু এক্ষেত্রে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর সংরক্ষিত মূল্যের কম হইলেও এইরূপ সর্বোচ্চ দর দাতার নিকট সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর সরকারের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হইলে পুনরায় দরপত্র আহবান করা যাইতে পারে।

৭। মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি ও শর্তসমূহ ঃ

(১) স্থাবর সম্পত্তির কৃতকার্য দরদাতাকে লেটার অব ইনটেন্ট (ইচ্ছাপত্র) জারীর ত্রিশ দিনের মধ্যে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে ডাউন পেমেন্ট হিসাবে উদ্ধৃত মূল্যের ২৫% (প্রদত্ত আর্নেষ্টমানি সমন্বয় করিয়া) পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) উদ্ধৃত মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% টাকা ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সমান ৩ (তিন) কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) সম্পূর্ণ টাকা বুঝিয়া পাওয়ার পর কোন আইনগত বাধা না থাকিলে তিন মাসের মধ্যে ক্রেতার নামে সম্পত্তি দলিল মূলে রেজিষ্ট্রি করিয়া দখল বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। আইনগত কোন বাধার কারণে সম্পত্তি কৃতকার্য দরদাতাকে হস্তান্তর করা না গেলে দরদাতা কোনরকম জরিমানা ব্যতিরেকেই তাঁহার দরপত্র প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(৪) ইচ্ছাপত্রে বর্ণিত সময় সীমার মধ্যে ১ম কিস্তির টাকা পরিশোধ না করিলে আর্নেষ্টমানি বাজেয়াপ্তপূর্বক ইচ্ছাপত্র বাতিল করা যাইতে পারে।

(৫) অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ৩০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। মূল্য পরিশোধের ত্রিশ দিনের মধ্যে মালামাল লইয়া যাইতে হইবে। ক্রয়কৃত মালামাল সরাইবার সময় ক্রেতাকর্তৃক সংস্থার মালামালের কোন ক্ষতি হইলে ক্রেতাকে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

৮। বিক্রয় বাতিল ঃ

শর্তমতে কৃতকার্য দরদাতা কিস্তির টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে বিক্রেতা বিক্রয় বাতিল করিতে পারিবে এবং আর্নেষ্টমানি সম্পূর্ণ এবং সম্পত্তির মূল্য বাবদ পরিশোধকৃত টাকার সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে। শর্ত মতে উক্ত কৃতকার্য দরদাতা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মূল্য পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে বিশেষ বিবেচনায় বিক্রয় বাতিল না করিয়া সর্বোচ্চ চার মাস সময় মঞ্জুর করা যাইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে বর্ধিত সময়ের জন্য ক্রেতাকে ১০% হারে সুদ প্রদান করিতে হইবে।

৯। টেন্ডার গ্রহণে বিক্রেতার স্বত্ব/ক্ষমতা ঃ

(১) বিক্রেতা সর্বোচ্চ দরদাতার দর বা যে কোন দরদাতার দর গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন। বিক্রেতা যে কোন বা সকল টেন্ডার কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে।

(২) বিক্রেতার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১০। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সংগে আলোচনাক্রমে এই সংশোধিত নীতিমালা জারী করা হইল।

সচিব
পাট মন্ত্রণালয়